EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য
ইউএসএইড, ভয়েস অব আমেরিকা ও দেশ টিভি-র একটি যৌথ প্রয়াস
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান - জীবনের গল্প-এর উদ্বোধনী সম্প্রচার

ওয়েস্টিন হোটেল, ঢাকা
জুন ২৭, ২০১৩

জনাব সাবের হেসেন চৌধুরী, এমপি, চেয়ারম্যান, দেশ টিভি

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দেশ টিভি

আরিফ হাসান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দেশ টিভি

মিস. রোকেয়া হায়দার, ভিওএ বাংলা বিভাগের প্রধান

মি. রিচার্ড গ্রীন, মিশন পরিচালক, ইউএসএইড/বাংলাদেশ

আস্‌সালামুআলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন

একচল্লিশ..... ৪১ সংখ্যটিকে আমি দেখতে পারিনা.....এ সংখ্যাটির প্রতি আমার একটা বড় ধরণের ঘৃণাবোধ আছে....৪১ একটি ভয়াবহ সংখ্যা, বাংলাদেশে যারা আছেন তাদের সকলের জন্য এটা নিকৃষ্টতম সংখ্যা....আমি একান্তভাবে চাই এ সংখ্যাটা যেন তিরোহিত হয় এবং আর ফিরে না আসে।

একচল্লিশ..... একচল্লিশ.....হলো পুষ্টির অভাবে বাংলাদেশে পাঁচবছরের কমবয়সী বাচ্চাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ার শতকরা হার..... একচল্লিশ শতাংশ।

সম্ভবতঃ আপনারাও এখন আমার সাথে এ সংখ্যাটির প্রতি ঘৃণাবোধ পোষণে সামিল হবেন।

সর্ববিবেচনায় এ সংখ্যাটি হওয়া দরকার শূন্য.... পুষ্টির অভাবে বাংলাদেশে শিশুদের বামনীকৃত হয়ে পড়ার শতকরা হার হতে হবে শূন্য।

আর যাই বলেন না কেন, বাংলাদেশ কোন দরিদ্র দেশ নয়; এ দেশ উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত পানি, তিনটি ফসলের মৌসুম, প্রাকৃতিক সম্পদ, কয়লা এবং অন্যান্য সম্পদরাশি, আর পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা....তথা সর্বোত্তম মানুষ

যারা উদ্দাম, গতিশীল, সৃজনশীল, উদার, উদ্যোক্তা সুলভ, এবং সবার চেয়ে প্রতিরোধশক্তি সম্পন্ন এমন মানুষের এক সমৃদ্ধদেশ।

পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনি ধানে স্বয়ংপূর্ণ, আর এক দশকের মধ্যে দেশটি খাদ্যে স্বয়ংপূর্ণতা অর্জন করতে যাচ্ছে। একবার ভেবে দেখুন...একসময় এ দেশকে আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি বলা হতো... আর এখন সেই দেশটিই কিনা হয়ে উঠেছে খাদ্যে প্রায় স্বয়ংপূর্ণ। আপনারা আত্মপ্রশস্তি নিন, গর্ববোধ করবন...এটা বাংলাদেশের সরকার আর জনগণের এক অবিস্মরণীয় অর্জন।

অতএব, এদেশটির ললাট যদি এমন সৌভাগ্যমন্ডিতই হবে, তাহলে কী কারণে পুষ্টির অভাবে বাংলাদেশের ৪১% বাচ্চাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ রবদ্ধ হয়ে বামনীকৃত হয়ে পড়বে?

উত্তরটা সহজ: জ্ঞানের অভাব; উপলব্ধির অভাব, মা-বাবারা জানেন না যে কী করে বাচ্চাদের পুষ্টিসমৃদ্ধ সুষম খাবার দিতে হয়; সবল ও সুস্বাস্থ্যবান পরিবার গড়ার ধ্যানধারণার অভাব। জ্ঞানের অভাবের সাথে দারিদ্র্য মিলে বাংলাদেশের শিশুদের অপুষ্টি কবলিত হওয়ার হারকে শতকরা ৪১ ভাগে উন্নীত করেছে।

আমি আনন্দিত যে বাংলাদেশ দারিদ্রের সাথে যুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে... কিন্তু সেটা যুদ্ধের একটা অংশমাত্র... আর নানা বিচারে কিন্তু সেটা যুদ্ধের সহজতর অংশ।

এর চেয়ে আরো অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এর কাজ হলো এর খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টির অভ্যাস বদলানো... এসকল খাদ্যাভ্যাসগুলো, আর তেমন কোন কিছু ছাড়া থালিভর্তি ভাত খাওয়ার ব্যাধি, এসকল সনাতনী অভ্যাস হাজার বছরের পুরোনো আর সুগভীরে প্রোথিত, মা খাবার মধ্যে বৈচিত্র আনতে চাইলেও তাদের স্বামীরা তা মানবেনা, সনাতন রীতি আঁকড়ে থাকতে চাইবে... আর এ ধরনের রেওয়াজকে চ্যালেঞ্জ করা, আমেরিকায় এবং পৃথিবীর সর্বত্র যেমনটা দেখা গেছে, অত্যন্ত সুকঠিন, আসলেই অতি-সুকঠিন ব্যাপার... কিন্তু সেটা অবশ্যই করা যায়।

... আর সেইজন্যই আজকের এই উপলক্ষটা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আজ আমরা জ্ঞান, পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে ইউএসএইড, ভয়েস অব আমেরিকা ও দেশ টিভি-র একটি ঐতিহাসিক যৌথ অংশীদারিত্বের সূচনা প্রত্যক্ষ করছি।

এক বিখ্যাত লোক একবার বলেছিলেন, "জ্ঞানই শক্তি।" আসলেই, জ্ঞানই হতে পারে পরিবর্তনের চালিকা শক্তি। আর বর্তমান ক্ষেত্রে বলতে হয়, বাংলাদেশের শতাব্দীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এগিয়ে নিতে, এই মহান দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানই হতে পারে একমাত্র পথপ্রদর্শক।

আমরা যেমনটা জেনেছি, আমেরিকা, বাংলাদেশ ও বেসরকারি খাতের দেশ টিভি-র এই যৌথ অংশীদারিত্ব বাংলাদেশের সর্বত্র লক্ষ-নিযুত ঘরে কীভাবে সবল ও সুস্বাস্থ্যবান পরিবার গঠন করতে হয় সে বিষয়ে মূল্যবান

দীক্ষা পৌছিয়ে দেবে। এ মধ্যে সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ হবে সনাতন খাবার গ্রহণের অভ্যাসটা বদলে ফেলে খাবার তালিকায় আরো পুষ্টি বৈশিষ্টসম্পন্ন খাবার যোগ করার গুরবত্ব সম্পর্কে মা-বাবাকে, বিশেষতঃ বাবাদেরকে জ্ঞান দান করা। অন্যান্য গুরবত্বপূর্ণ পাঠদানের তালিকায় নির্মল পানি, সংক্রামক ব্যধির প্রতিরোধ, গর্ভবতী মায়েদের, নবজাতকের বিশেষ সেবা-যত্ন, সদ্যপ্রসূত শিশু, ছোট বাচ্চা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনারা আমার কথা বুঝে ফেলেছেন।

ধারণাটা সহজ: পুষ্টি আর সুস্বাস্থ্যের মৌলিক পরিবর্তন সাধন... আর সেটা তৃণমূল পর্যায়ে। আমেরিকা, বাংলাদেশ ও দেশ টিভি-র ২০০,০০০ ডলারের তিন বছরের বর্তমানের এই যৌথ অংশীদারিত্ব বাংলাদেশের জনগণের ঘরে ঘরে পরিবর্তনের সেই চালিকাশক্তি তথা জ্ঞানকে পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় মাপের প্রথম পদক্ষেপ।

আমি অত্যন্ত গর্বিত যে সকল বাংলাদেশীদের জন্য সার্বিক পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশের সুদৃঢ় পদক্ষেপে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে আমেরিকা বাংলাদেশ ও দেশ টিভির সাথে অংশীদারিত্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা কোন দিবাস্বপ্ন নয়... জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে বাংলাদেশ বিশ্বের সামনে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ... আর এখন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে, ভিওএ এবং দেশ টিভির এই যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বকে আরেকটি শক্তিশালী পাঠ শেখাবে: জ্ঞানই শক্তি... আর প্রচার মাধ্যমের সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে, সেই শক্তিকে লক্ষ-নিযুত বাংলাদেশীদের ঘরে ঘরে পৌছানো যায়।

আমার বিশ্বাস, এই যৌথ অংশীদারিত্ব বাংলাদেশের জনগণের উন্নততর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।

বাংলাদেশের এমন বিস্ময়কর মানুষগুলোর এর চেয়ে কম কিছু প্রাপ্য নয়।

আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

==========

*বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত